ভারতীয় জনতা পার্টি

(কেন্দ্রীয় কার্যালয়)

১১, অশোক রোড, নয়াদিল্লি-১১০০০১

টেলি- ২৩০০৫৭০০, ফ্যাক্স- ২৩০০৫৭৮৭

তারিখ: ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

জাতীয় মুখপাত্র শ্রীমতি নির্মলা সীতারামনের প্রেস বিবৃতি

নরেন্দ্র মোদী, গুজরাত বিজেপি ও গুজরাত সরকার সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ে মওকা পেলেই কংগ্রেস দু বার না ভেবেই আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ বারও সামান্য হোমওয়ার্ক না করেই যে ইস্যু নিয়ে আক্রমণে শান দিয়েছে, কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায় আসলে তা কংগ্রেসেরই ব্যর্থতা।

দারিদ্রের মাপকাঠি নির্ধারিত হয় আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে এবং তা সম্পূর্ণতই কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ। এমনকী আয়-ব্যয়ের হার নিয়ে কেন্দ্র যদি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের বিনা নির্দেশ রাজ্য সরকারের কিছু করার ক্ষমতা নেই। ২০০৪-এ কেন্দ্রীয় সরকার দারিদ্র শ্রেণির মাপ শহরে ও মফফ্সলে মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ৫০১/ ৩২৪ টাকা নির্দিষ্ট করে এবং কেন্দ্রের প্রস্তাব মেনেই গুজরাত সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দফতর তা প্রচার করে। এই শ্রেণি নির্ধারণ গুজরাত সরকারের নয়। শুধু আয় নয়, অন্যান্য সম্পদ যেমন, বাড়িতে টেলিভিশন, রেডিও অথবা সাইকেল ব্যবহার করা হয় কিনা তাও দারিদ্র সীমার মাপকাঠি নির্ধারণে নির্ভর করে। সম্পদ-নির্ভর শ্রেণির বিচারে এই পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়।

কেন্দ্রের এই সম্পদ-নির্ভর শ্রেণির মাপকাঠিতে গুজরাতে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা ২১ লক্ষ। যদিও সব দরিদ্র মানুষ এই সীমার মধ্যে না আসায় গুজরাত সরকার নিজের খরচে আরও ১১ লক্ষ পরিবারকে বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই ১১ লক্ষ পরিবার গুজরাত সরকারের কাছ থেকে ভরতুকি দেওয়া খাদ্যশস্য পায়। সব মিলিয়ে ৩২ লক্ষ পরিবার উপকৃত হয়। দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিতে রাজ্যের এই উদ্যোগকে সুপ্রিম কোর্টও শাবাশি জানিয়েছে।

দারিদ্রসীমার নীচের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের মাপকাঠি সংশোধন করা প্রয়োজন বলে গুজরাত সরকার কেন্দ্রকে ২০০৪ সাল থেকে বহু বার চিঠি দিলেও দিল্লি কোনও কথা কানে তোলেনি। কমিটির পর কমিটি একের পর এক বৈঠক করলেও গত ১০ বছরে দারিদ্র শ্রেণির মাপকাঠি

সংশোধনের জন্য কিস্যু হয়নি। এখন যদি নরেন্দ্র মোদী এ বিষয়ে যোজনা কমিশনকে কটাক্ষ করেন, কংগ্রেস ঠিকই ধরেছে যে ১০ বছর ধরে কোনও আর্জি মেনে কাজ হয়নি।

গলতি যে তাদেরই সেটা প্রকৃতপক্ষে অনুধাবন না করেই কংগ্রেস দল ক্ষোভের সঙ্গে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করতে শুরু করেছে। বিজেপি নিশ্চিত যে, কেন্দ্রকে পাঠানো চিঠিপত্রের তথ্যপ্রমাণ দিতে হলে গুজরাত সরকার তারিখ দিয়ে সব তথ্য প্রকাশ করবে।

মিথ্যা বলা ও ইঙ্গিত দেওয়ার অধিকার

আম আদমি পার্টি কোনও কিছুর প্রভাবে অহঙ্কারে মটমট করছে, আমাদের মনে হয় যা তাদেরই উপযুক্ত। এটা যেন একটা অধিকার বলে মনে হলেও দেশের সংবিধান কাউকে তা দেয়নি। বিকল্প রাজনীতির নামে তারা মৌলিক অধিকারের সুযোগ নিয়ে তাদের বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও ইঙ্গিত করছে।বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বীকৃতি ও তাৎক্ষণিক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মরিয়া হয়ে তারা বিজেপির বিশিষ্ট কয়েকজন নেতার নাম করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করছে না। এটা সম্পূর্ণ নিন্দনীয় ব্যাপার যে, আপ নেতৃত্ব বিজেপি নেতাদের নামে অভিযোগের আঙুল তুললেও তাঁরা তাঁদের দাবির সমর্থনে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ দেখাননি। এটা স্পষ্টতই ইঙ্গিতপূর্ণ মিথ্যা প্রচার ও সম্মানহানিকর অভিযোগ।

আপ এক সময় কংগ্রেসকে চোর বলেছিল, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সন্তানের নামে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে কখনও সরকার গড়বেন না। তারাই এখন সেই দলের মদতে সরকার গড়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পাল্টি খাচ্ছে।

* দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসের সমর্থনেই তারা ক্ষমতায় বসে আছে।

* আপের নমনীয় দুর্নীতির তালিকায় শীলা দীক্ষিতের নাম নেই।

* আপ এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস ও তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তারা এখন জনগণের কাছ থেকে প্রমাণ চাইছে। ক্ষমতায় আসার আগেও বিনাপ্রমাণে অভিযোগ করার পথই বেছে নিয়েছিল তারা।

* বিদ্যুতের দাম বাড়ছে দিল্লিতে। কোথায় গেল আপ-এর সব প্রতিশ্রুতি?

* দিল্লিতে দুধের দামও বেড়ে চলেছে। দামবৃদ্ধি নিয়ে আপ ও কংগ্রেসকে জবাব দিতে হবে। উগান্ডার মহিলাদের তল্লাশির সময় কোথায় ছিল আপ? উত্তর-পূর্ব ভারতের ছাত্রকে মারার ঘটনার প্রতিবাদে আপকে কেন দেখা যায়নি?

প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে দিল্লির শাসন নিয়ন্ত্রণ করার দিকেই আপ-এর ধ্যান দেওয়া উচিত বলে মনে করে বিজেপি। প্রতিদিন তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই একটা তালিকা নিয়ে অভিযোগ করলে সুশাসনের ঘাটতি মেটায় না। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর দিল্লির মানুষ আরও অসহায় বলে মনে করছে।

ঘাটতি মেটায় না। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর দিল্লির মানুষ আরও অসহায় বলে মনে করছে।

অরুণ কুমার জৈন

অফিস সচিব